বাংলা বিভাগ

উত্তরবাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

কাকিনা, লালমনিরহাট।

এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের
অনলাইন টিচিং প্রোগ্রামে স্বাগত জানাই।

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

বিষয় কোড: ১০১

আজকের আলোচ্য বিষয়:

আলোচ্য বিষয়: বাংলা ভাষার উৎপত্তি

উপস্থাপনায়:

নার্গিস দিলরুবা আফরোজ জাহান

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

- বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তগত। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করেন। আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয় তার অন্যতম হচ্ছে আর্য শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। বাংলা এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রাক আর্য যুগের অষ্টিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সে সব ভাষার সম্ভরে বাংলায় এসেছে। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এদেশে বসবাস শুরু করলে তাদের ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমেক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

এই প্রাচীনতম সাহিত্যিকভাষা পরবর্তীকালে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। বৃহত্তম বঙ্গ অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত বলে এই ভাষার নামকরণ হয়েছে ‘বাংলা ভাষা’। বৈদিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিবর্তনের প্রধান তিনটি ধারা-

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (২০০ - ৬০০খ্রিঃ)

২. মধ¨ ভারতীয় আর্য (৬০০ - ৯৫০ খ্রিঃ)

৩. নব¨ ভারতীয় আয় (৯৫০ থেকে আধুনিক)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তর তিনটি:

ক. বৈদিক বা ছান্দস ভাষার স্তর

খ. সংস্কৃত ভাষার স্তর

গ. বৌদ্ধ বা সংস্কৃত ভাষার স্তর

নব্য ভারতীয় ভাষার স্তর তিনটি:

ক. প্রাচীন যুগের বাংলা (৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)

খ. মধ্যযুগের বাংলা (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

গ. আধুনিক যুগের বাংলা (১৮০০ থেকে আধুনিক)

প্রাচীন যুগের বাংলা (৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের নিদর্শন চর্যাপদ। এই যুগের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য:

ক. গৌষ্ঠীকেন্দ্রিকতা

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা

গ. সমাজস্বরূপতা

মধ্যযুগের বাংলা (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগে রচিত হয়েছে প্রধানত দেব মাহত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য।

এই যুগের ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত সময় সাহিত্যের ইতিহাসে ‘অন্ধকার যুগ’ বলেঅভিহিত।

এ সময়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়নি বলে এ যুগকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ শূণ্যপুরান, ‘শেখ শুভোদয়া’।

আধুনিক যুগ: (১৮০০- আধুনিক): ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। ১৮০০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ থেকে অধ্যবধি আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়।

এ সময়ে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের ফলে শিক্ষিত বাঙালী সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদনে তৎপর হয় এবং ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয় এবং সাহিত্যের ভাগ হিসেবে পরবর্তীতে গদ্য পরিণত পর্যায়ে উন্নীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসার ফলে মানুষের দৃষ্টি স্বর্গের অজ্ঞাতলোক-অমরাবতী থেকে অবতরণ করে নিবদ্ধ হল সত্যের ধূলিকণা মিশ্রিত বাস্তব জীবনের উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য। এর প্রধান লক্ষণগুলো:

১. মানবতাবাদ
২. যুক্তিবাদ
৩. সমাজ সচেতনা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ
৪. প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব
৫. স্বাজত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম
৬. নবধর্ম আন্দোলন এবং সংস্কার প্রবণতা
৭. রোমান্টিক দৃষ্টি
৮. ক্লাসিক চেতনার বিকাশ
৯. গদ্যের প্রতিষঠা
১০. শিল্প বিষয়ক সচেতনতা ও বিভিন্ন শ্রেণির সাহিত্য ও কাব্য নির্মিতির প্রয়াস।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় আধুনিক যুগে। রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।

ধন্যবাদ

Laptop
Keyboard
Mouse
Printer
Heard Disk
Adaptor
ROM
(Read Only Memory)